আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ বছর পর চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন

সংগৃহীত ছবি

দীর্ঘ তিন যুগ পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। ২৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। তিন দশকের বেশি সময় পর ভোটের আমেজে মুখর পুরো ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা দিয়েছে উচ্ছ্বাস ও প্রত্যাশা।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫১৭ জন—এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন ও ছাত্রী ১১ হাজার ৪৩৪ জন।

LENS ASIA

চাকসু ও হল সংসদ মিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৯০৮ জন প্রার্থী। এর মধ্যে চাকসুর ২৬টি পদের জন্য ৪১৫ জন এবং হল সংসদের ৪৯৩ জন প্রার্থী লড়ছেন। কেন্দ্রীয় সংসদে নারী প্রার্থী ৪৮ জন ও পুরুষ ৩৬৬ জন। এছাড়া, ২৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২৪ জন, জিএস পদে ২২ জন এবং এজিএস পদে ২১ জন প্রার্থী। হল সংসদে ছাত্রদের ৯টি হল ও একটি হোস্টেল থেকে ৩৫০ জন এবং ছাত্রীদের ৫টি হল থেকে ১২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ভোটকে কেন্দ্র করে পুরো ক্যাম্পাস সাজানো হয়েছে পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ও ইশতেহারে। প্রার্থীরা শাটল ট্রেন, একাডেমিক ভবন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জোর প্রচারণা চালিয়েছেন। নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছে সতর্ক অবস্থানে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। এর আগে ১৯৮১ সালের নির্বাচনে ছাত্র শিবির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, এবং ১৯৯০ সালে তাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ঐক্য গঠন করে ১২টি ছাত্র সংগঠন জয় পায় অধিকাংশ পদে। তারপর থেকে এতদিন আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।